Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১৫: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

ব্লু গোল্ড ডিএই কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৯

উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়াতে আয়োজন করা হয় ''ব্লু গোল্ড ডিএই কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৯''। ট্রান্সফার অব টেকনোলজী ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (ডিএই কম্পোনেন্ট) এর উদ্যোগে বয়ারভাঙ্গা বিশ্বম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে গত ১২-১৪ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ এই মেলা আয়োজন করা হয়।

ব্লু গোল্ড ডিএই কৃষি প্রযুক্তি মেলায় ২৩ টি স্টলের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১০টি স্টলে বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- পরিকল্পিত বসতবাড়ি, বন্যা-জলাবদ্ধতা-খরা-লবণাক্ততা সহিষ্ণু উপযোগী কৃষি, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, আইপিএম কৌশল, ব্লাস্ট ও বিপিএইচ প্রতিরোধে করণীয় বিষয় সমূহ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সুবিধাদী এবং ব্যবহার কৌশল প্রভৃতি। ব্লু গোল্ড কারিগরি দলের ব্যবস্থাপনায় ৩টি স্টলে মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ ও ব্যবসা উন্নয়ন প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী (লাল তীর, মেটাল, এয়ার মালীক, সিনজেনটা, এসিআই মটরস, ওয়েস্ট কনসার্ন ও ইস্পাহানী) এর ব্যবস্থাপনায় ৪টি স্টলে উন্নতবীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও জৈব সার বিষয়সমূহ এবং এন.জি.ও প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন (ম্যাক্স ফাউন্ডেশন, ইউনাইটেড পারপাস, সুশিলন, লোকোজ ও সিমিট) ৫টি স্টলে (ধান বীজ সংরক্ষণ, ওয়াটার স্যানিটেশন, নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারী পরিচালিত ব্যবসা কেন্দ্র) এর উপর স্টল স্থাপিত হয়।

মেলা প্রাঙ্গনের মধ্যবর্তী স্থানে পোল্ডার-৩০ এর একটি ডামি মানচিত্র তৈরী করা হয় যার মাধ্যমে পোল্ডারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রদর্শিত হয় এবং কৃষি উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শনে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

৩দিন ব্যাপি মেলার উদ্বোধন করেন, কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম, মহা পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাজী আব্দুল মান্নান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চল, খুলনা এর সভাপতিত্বে অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন।

বিশেষ অথিতি ছিলেন মি. গাই জোনস্, টিমলিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, মি. পিটার ডিব্রিস, ফার্স্ট সেক্রেটারী নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাস, ঢাকা, কৃষিবিদ পংকজ কান্তি মজুমদার, উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মো. হুমাউন কবির, পিডি, ডিএই, ঢাকা। এছাড়াও উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আশরাফুল আলম খান, জনাব শেখ হাদি-উজ-জামান হাদী, চেয়ারম্যান, ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সুশেন কুমার মন্ডল, সভাপতি, বটিয়াঘাটা খাল পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

মেলায় আগত অতিথিগণ বিভিন্ন স্টল পর্যবেক্ষণ করেন এবং মেলার আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় ব্লু গোল্ড এবং ডিএই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির আয়োজনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলার সমাপনী দিনে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ডিএই এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্টল নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে পুরষ্কৃত করা হয়। সফল মেলা বাস্তবায়নে স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ, ডিএই ও ব্লু গোল্ড প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ প্রদানের মাধ্যমে মেলা সমাপ্ত করা হয়। স্থানীয় প্রতিনিধিগণ এমন ব্যতিক্রমধর্মী মেলার আয়োজন করায় ডিএই এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম পটুয়াখালী অঞ্চলের ১০ টি পোল্ডারে কাজ করে আসছে। পোল্ডারের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল ও পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের সাথে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ২৩ শে জানুয়ারী, ২০১৯ ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের মধ্যে ০৭ টি পোল্ডারের (পোল্ডার ৪৩/১এ-২টি WMA, ৪৩/২বি-৩টি WMA , ৪৩/২ডি-৫টি WMA, ৪৩/২ই-২টি WMA, ৪৩/২এফ-৩টি WMA, ৫৫/২এ-১টি WMA এবং ৫৫/২সি-২ টি WMA) মোট ১৭ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সাথে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো সমূহের মালিকানা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং অবকাঠামো পরিচালন ও ছোট-খাটো রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের উপর ন্যাস্ত থাকবে।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক (বাপাউবো) জনাব মো: আমিরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-জনাব মো: মজিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল, বাপাউবো, পটুয়াখালী; জনাব গয়েশ্বর দত্ত, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পটুয়াখালী; জনাব মো: মতিয়ুর রহমান, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরগুনা; জনাব মো: মাসুদ করিম, নিবন্ধক ও প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, ঢাকা; জনাব মো: হাসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর বিভাগ, বাপাউবো, পটুয়াখালী; জনাব মো: মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বরগুনা পওর বিভাগ, বাপাউবো, বরগুনা; জনাব মো: শাহজাহান সিরাজ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী; গাই জোনস, টিমলিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম; আলমগীর চৌধুরী, ডেপুটি টিম লিডার এবং প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ০৬ জন করে প্রতিনিধি ও পোল্ডার এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়গন।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির গুরুত্ব, বিভিন্ন পক্ষের দায়-দায়িত্ব, ফসল ও পানির মধ্যকার সম্পর্ক এবং উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন জনাবা মোসা: মনিমজান আক্তার, যুগ্ম-সম্পাদক, গোজখালী স্লুইস WMA, পোল্ডার নং ৪৩/২এফ; জনাব মোহাম্মাদ ফারুক আযম, সভাপতি, কানাইডাঙ্গা-বটগাছিয়া স্লুইস WMA, পোল্ডার নং ৪৩/২ডি; তাঁরা বলেন পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রতিটি ক্যাচমেন্টে পওর উপ-কমিটি, পরিকল্পনা এবং পওর তহবিল রয়েছে এবং WMA এ কাজে উপ-কমিটি ও WMG-কে নিয়মিত সহযোগিতা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব এবি এম হুমায়ুন কবির, চেয়ারম্যান, আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ইউনিয়ন পরিষদ বিগত দিনগুলোতে সহযোগিতা করে আসছে এবং ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত যে কোন ধরণের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদ WMA এর পাশে থাকবে।

জনাব মাসুদ করিম এর সঞ্চালনে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের হাতে WMA এর নিবন্ধন সনদ তুলে দেয়া হয়। চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে ''উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা'' বিষয়ক একটি নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ আমিরুল হোসেন প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক (বাপাউবো) তার সমাপনী বক্তব্যে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রমের সকল দিকসমূহ এবং চ্যালেঞ্জ সমুহ তুলে ধরেন এবং পরিশেষে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন কর্তৃক আমোদখালী খালে ক্রস বাঁধ/ড্যাম নির্মাণ

পোল্ডার-২ এর আমোদখালী স্লুইচ পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ঠ ৪টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ফিংড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় এবছর ২০-৩০ জানুয়ারী দৈনিক গড়ে ৪০-৫০ জন লেবার নিয়োগ করে আমোদখালী খালের মুখে বেতনা নদী সংলগ্ন প্রায় ৭০ ফুট দীর্ঘ ক্রস বাঁধ/ড্যাম নির্মান করা হয়। বেতনা নদী থেকে পলি আসা বন্ধ করে সংশ্লিষ্ঠ আমোদখালী, সর্বকাশেমপুর, গোবরদাড়ী, বুড়ামারা ও দোহকোলা খালের পলি ভরাট রোধ করা এবং স্লুইচের গেইট উঠানামা সচল রাখাই উক্ত উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্যে।

আমোদখালী খালটি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৮.৪০ কিঃ মিঃ পুনঃ খনন করা হয়। যার ফলে ঐ এলাকায় আবাদী ভূমি প্রায় ৪৩০০ হেক্টর কৃষি জমি আমন ধান চাষের আওতায় আসায় কৃষকরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এমতাবস্থায় আমোদখালী স্লুইচ ও সংশ্লিষ্ঠ খাল সমুহ বাঁচিয়ে রাখা তাদের অস্বিত্বের অংশ হিসাবে মনে করে। আমোদখালী স্লুইচ বেতনা নদীর পাশ দিয়ে অতিবাহিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত - নদী থেকে যে পলি আসে বর্ষা মৌসুমের পরে যদি ক্রস বাঁধ/ড্যাম দেওয়া না তাহলে খালের সম্মুখ দৈর্ঘ্য বরাবর প্রায় ০.৫ কিঃ মিঃ পলি দ্বারা ভরাট হয় এবং স্লুইচের ব্যারেল বন্ধ হয়ে যায়। এরুপ পরিস্থিতিতে এবছর খালের মুখে ক্রস বাঁধ দিয়ে পলি জমাট হওয়া ও জলাবদ্ধতা দূর করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায় আমোদখালী পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন। এ বছর ফেব্রুয়ারীতে মাসের শেষ সপ্তাহে সমুদ্রে নিম্নচাপের কারনে অতিবৃষ্টির ফলে প্রচণ্ড জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় অত্র এলাকার কৃষক/ জনসাধারণের সমস্যা হলে এসোসিয়েশন ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ এসোসিয়েশনের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। সভাপতির মহোদয়ের উদ্যোগে এলাকার সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্পৃক্ত করে গত ০১/০৩/২০১৯ ইং থেকে ১০/০৩/২০১৯ ইং পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে দৈনিক গড়ে ৪০-৫০ জন মানুষের কায়িক শ্রমের দ্বারা আমোদখালী খালের ক্রস বাঁধ/ড্যাম অপসারণ করা হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনে রক্ষা পেল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এ কাজটি, ক্রস বাঁধ নির্মাণ ও অপসারণ করতে আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলির শ্রেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ও ফিংড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগীতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। আর ঐক্যবদ্ধভাবে সফল নেতৃত্বের বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন আমোদখালী স্লুইচ পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের, সম্মানিত সভাপতি জনাব মোঃ শামসুর রহমান ।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

বায়েজিদ বোস্তামীর WMA সভাপতি হওয়ার গল্প

এসএসএম স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন পোল্ডার-২ সাতক্ষীরার ৫টি স্লুইস ক্যাচমেন্ট এলাকার ১৯টি পানি ব্যবস্থাপনা দল নিয়ে গঠিত। মোঃ বায়জিদ বোস্তামী, দামারপোতা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহ-সভাপতি এবং এসএসএম স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েনের সাধারন সদস্য হিসাবে কর্মরত ছিল। দামারপোতা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাংগঠনিক ও পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেন তিনি। গত ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫টি স্লুইস ক্যাচমেন্টের মধ্যে ছাগলা স্লুইস ক্যাচমেন্টের পওর উপ-কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। এরপর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আয়োজনে ১২টি ক্যাচমেন্ট থেকে ২৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে "ট্রেনিং অফ ফ্যাসিলিটেটর" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কালীন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রম তিনি দায়িত্বের সাথে সঠিক ভাবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। ছাগলা স্লুইস ক্যাচমেন্টের আওতায় প্রত্যেকটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে তিনি সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ক্যাচমেন্ট কর্ম পরিকল্পনা ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের মানচিত্র অংকনে সহায়তা করেন। পরবর্তীতে ক্যাচমেন্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি তার সংশ্লিষ্ট ছাগলা স্লুইসের ভেতর ও বাহির পার্শ্বের পলি অপসারণ এবং আঁড়বাধ তৈরীতে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে ক্যাচমেন্ট কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন এবং পাশ্ববর্তী বাকী ৪ টি ক্যাচমেন্ট পওর উপ-কমিটিকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করেন।

তিনি ক্যাচমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএডিসি, এলজিইডি ইত্যাদি) যোগাযোগ করেন। তার বুদ্ধিমত্তা, কলা-কৌশল ও কর্ম দক্ষতা অল্প দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের সকল সদস্য ও এলাকাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনে এসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও বাস্তব ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তার স্বেচ্ছাসেবী মন মানষিকতা ও কর্ম দক্ষতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী এসএসএম স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে নির্বাচিত করেন। গত ৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে এসোসিয়েশনের সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বায়েজিদ বোস্তামির নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এসোসিয়েশনের সদস্যরা এখন আশাবাদী বায়েজিদ বোস্তামির মত একজন সুশিক্ষিত, দক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী মন-মানসিকতা সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সভাপতি আগামীতে এসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৫১১টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১৩৬,৯৫৩ জন (নারী ৫৯,০২১, পুরুষ ৭৭,৯৩২)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৫০৭টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৬টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	এফএফএস-টিএ, ১০১৩, নারী ২২১৬৮ পুং ৩১৭৭, মোট ২৫,৩২৫, এফএফএস-ডিএই ১০০০, নারী ২৫,০০০, পুং ২৫,০০০, মোট ৫০,০০০
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০: মাছ ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ২০০, পুরুষ ২৮৬৯, নারী ১৭৫১
বেড়িবাধ নির্মাণ/সংস্কার	৩০২.০২২ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার (ইনলেট-আউটলেটসহ)	৩০৪টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৯৬.৯৭৪ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৮,৯৪১ জন (নারী ১০,৬১৬, পুরুষ ১৮৩২৫)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	৩২,৩৩৫ জন (নারী ১০,৮৬৭, পুরুষ ২১,৪৬৮)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	৩২,৯২১,৫৮৪ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	৩,২২৬,৫৮৬ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

WMA'র সহযোগিতায় তৈরী ক্রস বাঁধে কৃষকের স্বপ্নপূরণ

প্রায় তিন বছর যাবত বাউরিয়া স্লুইস ও স্লুইস সংলগ্ন বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গার ফলে তা কার্যত: অকেজো। বাউরিয়া পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশন (WMA) এর আওতাধীন ছয়টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের কৃষিকাজ মরাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছিল, এবং চাষিদের প্রকৃতির খেয়াল-খুসির সাথে লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় আলগী চালিতাবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারন সভা করে এবং ঐ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আলগী চালিতাবুনিয়ায় কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখতে বাউরিয়া স্লুইস সংলগ্ন খালের মাথায়, সিন্নির খালের উপর সালাম তালুকদারের বাড়ির দক্ষিণ পাশে ক্রসবাঁধ তৈরী করতে হবে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৮০ জন সদস্য পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ তহবিলে ৪৯,৬০০ টাকা প্রদানকরেন এবং বাউরিয়া পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশন ৭,৪০০ টাকা সংগ্রহ করে দেয়। পানি ব্যবস্থাপনা দল পওর তহবিলে সংগৃহীত মোট টাকা ৫৭,০০০ (সাতান্ন হাজার) এর মধ্যে ৩৯,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করে ৪০ ফুট ক্রসবাঁধ নির্মান করে এবং বাকী ১৮, ০০০ টাকা দিয়ে সেচ ও নিষ্কাশন উভয় কাজের জন্য একটি পাইপ স্থাপন করে।

উল্লেখিত পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজটি করার ফলে প্রায় ২০৫ জন কৃষকের ২৪০ একর জমিতে আমন ধান চাষ সম্ভব হয়েছে, ফলে প্রায় ৭২০ মে.টন ধান উৎপাদন হয়েছে, যা ১০,০৮,০০০ (দশ লক্ষ আট হাজার) টাকার সমতূল্য (১৪,০০০/টন ধান)। প্রায় ৪০ একর জমিতে বরো ধান চাষ হচ্ছে এবং মুগ, বাদাম, মরিচসহ বিভিন্ন রবি ফসল চাষ হচ্ছে।

পানি ব্যবস্থাপনা ও ফসল উৎপাদনের জন্য একটি অভূতপূর্ব যৌথ উদ্যোগ

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় পোল্ডার ৩০ এর খড়িয়া স্লুইস নির্মিত হয়। শুরু থেকে খড়িয়া ক্যাচমেন্ট এর জনগণ এ স্লুইচ এর উপকার ভোগ করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে এ স্লুইচ গেট দিয়ে জোয়ারের সময় লবণ পানি লিক (চুয়ায়) করে; যার জন্য জমি লবণাক্ত হয় এবং ফসল উৎপাদন ব্যহত হয়।

এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বয়ারভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে দেবিতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল, আন্দারিয়া, চরখালি মাছালিয়া, দেবিতলা পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং ইউপি সদস্যদের একত্রে সভা করে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮০ জন সদস্য তিন দিন স্বেচ্ছায় কাজ করে এবং গেট থেকে ১০০ মিটার ভিতরে ৯০ মিটার লম্বা একটি আড়বাঁধ স্থাপন করেন। এ কাজটির আর্থিক মূল্য প্রায় ৭২০০০.০০ টাকা। এ কাজের জন্য তারা যৌথ উদ্যোগে ১৫০০০.০০ টাকার বাঁশও ক্রয় করেন। অর্থাৎ যৌথ উদ্যোগে তারা এ কাজটি সম্পাদন করেন।

এ উদ্যোগের ফলে প্রায় ৫০০ একর জমিতে উচ্চ মূল্যের ফলস যেমন- তরমুজ, ঢেঁড়শ, করলা ও অন্যান্য সবজিসহ বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হচ্ছে।

পোল্ডার ৩১ পার্ট

ইউনিয়ন: সুরখালী, উপজেলা: বটিয়াঘাটা, জেলা: খুলনা

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৩১ পার্ট

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	৪৮৪৮ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	১২ টি
পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন	০১ টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য সংখ্যা	৪৫৮৪ (পুরুষ ২৬৩৯, নারী ১৯৪৫)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত)	টিএ এফএফএস ৩৬টি এবং ডিএইএফএফএস ১১ টি
মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	৪০৪৮ হেক্টর
পোল্ডারের মোট খানা	৪১৯৬ টি
ভ্যালু চেইন নিবার্চন	৪ টি
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	৩৬৬ জন (পুরুষ ২৪১, নারী ১২৫)
সমাজভিত্তিক কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা দল	২ টি
বাজারমূখী কৃষকমাঠ স্কুল (সমাপ্ত)	৪ টি
এলসিএস (সমাপ্ত ও চলমান)	৩৯ টি (পুরুষ ৩৩ জন; নারী ৬ জন)
বেড়িবাঁধ	২৬.৬৭২ কি:মি:
খাল	৫০ কি:মি:
স্লুইস গেট	১০টি
ইনলেট	০৩টি
আউটলেট	০১টি
প্রধান শষ্য	আমন ধান, বোরো ধান, তিল, তরমুজ, সবজি
প্রধান সমস্যা	লবনাক্ত পানি বাধঁ চুইয়ে প্রবেশ, সেচের জন্য মিষ্টি পানির অভাব, বাগদা চাষীদের সাথে পানি নিয়ে মত বিরোধ
প্রধান সুযোগসমূহ	

ধানবীজ ক্রয়ে যৌথ উদ্যোগ

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ব্লু গোল্ড প্রকল্পের মাধ্যমে পোল্ডার ৩১ পার্ট এ প্রায় ২৪.৬ কি:মি: খাল পুন:খনন সম্পন্ন হয়েছে। খাল গুলো পুন:খনন হওয়ায় পোল্ডারের ভিতর জলাবদ্ধতা নিরসন শুরু হওয়ায় পোল্ডারে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করার জন্য উচ্চ ফলনশীল ধান বিআর ২৩ এর তীব্র চাহিদা দেখা দেয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক ন্যায্য মূল্যে কাঙ্খিত পরিমাণ বীজ ক্রয় করতে পারছিলেন না এবং বস্তা প্রতি বীজের বাজার মূল্য প্রায় ১০০ টাকা বেশি ছিল। এমতাবস্থায় রিসোর্স ফার্মাররা ও পানি ব্যবস্থাপনা দল যৌথভাবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর নিধারিত মূল্যে ৮.০৩ টন বীজ ক্রয় করেন। এই যৌথ কাজে ৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩৬৪ জন সদস্য যুক্ত ছিল এবং এই যৌথ বীজ ক্রয়ের মাধ্যমে ৪৩ একর জমি নতুন করে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদের আওতায় এসেছে যা পোল্ডারবাসীর আয় ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

সুষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনার ফলে তরমুজ চাষে সাফল্য

৩১ পার্ট পোল্ডারের খাল পুন:খননের ফলে কেচোরাবাদ খাল, ঠান্ডামারী খাল, নন্দনখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা তরমুজ চাষে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। তরমুজ চাষীরা পার্শ্ববর্তী ২২ নং পোল্ডারের কৃষকদের সাফল্যে অনুপ্রাণীত হয়ে গত বছরে সীমিত আকারে তরমুজ চাষ করলেও এই বছর ব্যাপকভাবে তরমুজ চাষ করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর কারিগরী দলের সহযোগিতায় বাজার সংযোগ ও কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা প্রায় ১৫০ হেক্টর জমিতে এ বছর তরমুজ চাষ করেছে। এ বছর অতি বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকায় রবি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলেও খাল ও নিষ্কাশন নালা গুলো সচল থাকায় তরমুজ চাষীদের ক্ষেত কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ৩১ পার্ট পোল্ডারের কৃষকরা আর্থিকভাবে ব্যাপক লাভের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। তরমুজ হতে একর প্রতি তাদের আয় প্রায় ১২০০০০ টাকা। তরমুজ চাষীদের এই সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও অনুপ্রাণীত এবং আগামী দিনে আরও অধিক সংখ্যক কৃষক আরও অধিক পরিমাণ জমিতে তরমুজ চাষ করবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

পোল্ডার ৩১ পার্ট এর থান্ডামারী খাল ও বুনারাবাদ মধ্যপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা দলে মাছ চাষ ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন এবং রাজাখারবিল, থান্ডামারীখাল ও কেচোরাবাদ খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলে বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন কৃষক মাঠ স্কুলে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাঠ দিবস গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সভাপতি সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবসে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রদর্শন করা হয় এবং এই প্রদর্শনের মাধ্যমে যে সমস্ত কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণ পাননি তারাও জানতে ও শিখতে পারছে।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ সম্প্রসারণে পারস্পরিক শিখন

পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে এক এলাকার কৃষক অন্য এলাকার ভাল কাজ দেখে নিজ এলাকায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ৫৫/২সি পোল্ডারের ৬টি পানি ব্যস্থাপনা দলের ৩০ জন কৃষক পারস্পারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ দল ৫৫/২সি পোল্ডারের কল্যাণ কলস প্রধান খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সরিষা চাষের জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলাগাছিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যগণসহ ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম-এর পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সফরে তারা শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ এর বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছে। কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্লু গোল্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা করে একই জমিতে বছরে ৩ টি ফসল চাষ করা সম্ভব, এই প্রযুক্তি এখন কৃষকের কাছে প্রমাণিত। শিখন দল সরাসরি ট্রায়াল কৃষকদের সাথে আলোচনা করে এবং পাইলট কার্যক্রমের বাস্তবায়িত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারে। পোল্ডার এলাকার জন্য উপযোগী জাত নির্বাচন ও চাষ পদ্ধতি, সময়মত দলীয়ভাবে বীজ সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়মত আমন ধান চাষ করলে রবি ফসলে যাবার পূর্বেই একটি অতিরিক্ত ফসল হিসাবে সরিষা কিংবা শাক/সবজি ফলানো সম্ভব এ সম্পর্কে সরজমিনে দেখে ও জেনে অংশগ্রহণকারীগণ সরিষা চাষ ও শস্য নিবিড়তার একটি পরিস্কার ধারণা লাভ করে। পরে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ পানি ব্যবস্থাপনা দলে এই শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ পদক্ষেপ সম্প্রসারণে জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেন এবং আগামী মৌসুমে তাদের কর্ম-এলাকায় ব্যাপক ভাবে সরিষার চাষ হবে বলে আশা রাখেন।

যৌথ কার্যক্রমে নারী নেতৃত্ব

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পোল্ডার নং ৪৭/৪ এর কোম্পানি খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন করমজাপাড়া একটি গ্রাম। এই গ্রামের শত ভাগ পরিবার পানি ব্যবস্থপনা দলের সদস্য, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সকল কার্যক্রমে দলের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় করমজা পাড়া গ্রামে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের উদ্যোগে একটি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা করা হয়, কৃষক মাঠ স্কুলের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ৬ (ছয়) জন নারী সদস্য (মালা বেগম, তানিয়া বেগম, রিজিয়া বেগম, কহিনুর বেগম, শামসুন্নাহার বেগম এবং রিনা বেগম) টিপু বিশ্বাস এর কাছ হতে ০১/০৪/১৮ খ্রিঃ যৌথভাবে ৫০ শতাংশ জমির একটি পুকুর ১ বছরের জন্য ৬,০০০(ছয় হাজার) টাকায় লীজ নিয়ে ছয় জনের মধ্যে থেকে মালা বেগম কে দলনেতা করে তার নেতৃত্বে মাছ ও সবজি চাষ শুরু করেন। নিয়মানুযায়ী পুকুর প্রস্তুতি, চুন প্রয়োগ, সঠিক ঘনত্বে পোনা মজুদ, নিয়মিত খাবার প্রদান, পুকুর পাড়ে সবজি চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি, বেড তৈরী, করে বিভিন্ন ধরণের সবজি চাষ শুরু করেন যেমন: লাউ, করলা, মিষ্টি কুমড়া। পুকুর লীজ নেওয়া, মাছ চাষ, সবজি চাষ বিভিন্ন পন্য পরিবহন খরচ মিলে তাদের মোট খরচ হয় ৩৮,৪৭৬ টাকা। মাছ বিক্রি করেন ৫৫,০০০ টাকা এবং সবজি বিক্রি করেন ১৬,৫৫০ টাকা। ১ বছরে মোট লাভ হয় ২৭,০৭৪ টাকা। সাংসারিক কাজের পাশা পাশি তারা নিজেরাই তাদের খামারে কাজ করেন যার ফলে তাদের বাড়তি কোন শ্রমিক খরচ প্রয়োজন হয় নাই। খরচ বাদে প্রতি জন ১ বছরে ৪,৫১২ টাকা লাভ পেয়ে তারা খুব খুশি এর ফলে তাদের যৌথ কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে তারা আবারও ১ (এক) বছরের জন্য পুকুরটি লিজ নেন। নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে তারা যে যৌথ কার্যক্রম করে গ্রামে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে পানি ব্যবস্থাপনা দলের অন্যান্য সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে তাদের কাছে পরামর্শ নিয়ে তারাও যৌথভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা দল

দক্ষিণপূর্ব কালিবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দলটি বরগুনা জেলার, আমতলী উপজেলাধীন গুলিশাখালী ইউনিয়নে পোল্ডার ৪৩/২এফ এ অবস্থিত। পানি ব্যবস্থাপনা দলটির যাত্রা শুরু ২০০৬ সালে ইপসাম প্রকল্পের হাত ধরে। ইপসাম প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরও দলটি তার কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পারিচালনা করে যাচ্ছিল।

১৪ ই ডিসেম্বর ২০১৪ সালে পানি ব্যবস্থাপনা দলটি অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী পুন:গঠন করা হয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় নিবন্ধিত হয়। দলটি নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হয়। শতভাগ খানা দলটির আওতাভূক্ত (মোট খানা ২৯০, মোট সদস্য ৮২১, পুরুষ-৪৪৭ এবং নারী সদস্য ৩৭৪)। ৩৫০ জন সদস্য নিয়মিতভাবে মাসিক সঞ্চয় প্রদান করেন, দলের মোট মূলধনের পরিমান ১৫,০২,৯৫২ (পনের লক্ষ দুই হাজার নয়শত বায়ান্ন) টাকা। দলটির নিজস্ব অফিস কক্ষ আছে এবং সংগঠনের হিসাব সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষনের জন্য বেতনভূক্ত একজন লোক নিয়োগ দিয়েছেন। পানি ব্যবস্থাপনা দলটি সদস্যদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী চালু রেখেছে। গরীব সদস্যদের জন্য মূলধনের যোগান দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কোন ধরণের সার্ভিজ চার্জ নেওয়া হয় না। সদস্যরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী দলকে টাকা পরিশোধ করেন। কৃষকদেরকে কৃষিকাজ করার জন্য মৌসুমভিত্তিক মূলধনের যোগান দেওয়া হয় অর্থাৎ কৃষকরা বীজ ক্রয়, জমি প্রস্তুত, সার ক্রয়, কীটনাশক ক্রয় এর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দল থেকে টাকা সংগ্রহ করে এবং ফসল বিক্রির পর তা ২% সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করেন। পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় বরাচী স্লুইস, মন্ডববাড়িয়া আউটলেট এবং দু'টি প্রধান খাল (মন্ডববাড়িয়া ও বরাচীখাল) রয়েছে। স্লুইস ও আউটলেট পরিচালনার জন্য বেতন ভোগী দু'জন গেইট অপারেটর নিয়োগ দিয়েছে। যাদের বেতন প্রতি মৌসুমের জন্য ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। স্লুইস ও আউটলেটটি নিয়মিতভাবে রং করা, গ্রীজ দেওয়া সহ অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকেন। খাল দুটিতে এলাকাবাসী যাতে কোন ধরণের ঝাইল বা জাল দিয়ে মাছ না ধরতে পারে সে জন্য দল কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করেন। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য দলটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল রয়েছে। সংগঠনের মোট লাভের ২% পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে জমা দেওয়া হয় এবং সদস্যদের নিকট থেকে মৌসুম ভিত্তিক ফসল ও নগদ টাকা আদায় করা হয়।

সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কারিগরি দলের সহযোগিতায় দলের আওতায় শতভাগ জমিতে খরিপ-২ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করা হয়, রবি মৌসুমে বারি মুগ-৬, সবজি, মরিচ, বাদামসহ অন্যান্য ফষল চাষ করে থাকে। উৎপাদিত মুগ ডাল দলগতভাবে জাপানী কোম্পানী গ্রামীণ ইউগ্লেনা এর নিকট বিক্রি করেন। খরিপ-১ মৌসুমে বর্তমানে ৪০ ভাগ জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষাবাদ করে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের বিভিন্ন ধরণের আয় বর্ধণমূলক কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। পাঁচজন নারীকে পাঁচটি সেলাই মেশিন ক্রয় করার জন্য টাকা দিয়েছেন, যাহা তারা তাদের সুবিধামত পরিশোধ করবেন এবং কোন সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না। এছাড়াও হাঁস-মুরগী, গরু মোটাতাজাকরণ, সবজি চাষ যে কোন ধরণের আয় বর্ধণমূলক কাজে নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ ছাড়াও অর্থের যোগান দিয়ে থাকেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতার কারনে পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পাঁচজন দরিদ্র সদস্যকে পাঁচটি স্যানেটারী ল্যাট্রিন করে দিয়েছেন, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য কাঠের সিঁড়ি করে দেওয়া, মসজিদের ইমাম কে চিকিৎসার জন্য ৪০০০ টাকা অনুদান প্রদান, ব্রীজ মেরামত সহ বিভিন্ন ধরণের কাজ করে থাকেন।

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস

৮ ই, মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস। একটি দিন আনুষ্ঠানিক নারী দিবস কিন্তু নারীর লড়াই প্রতিদিনের। বিশ্বের বহুদেশ ও সংস্থার মত প্রতি বছর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম র‍্যালি এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে কর্ম এলাকায় (খুলনা, পটুয়াখালী এবং সাতক্ষীরা) নারীর অধিকার এবং অর্জনকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য দিবসটি পালন করে থাকে। এই বিশেষ দিনের জন্য প্রতি বছর যুগোপযোগী বিষয়বস্তু ও নির্ধারন করা হয়। ২০১৯ নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছিল "নারী পুরুষের সমভাবনা নতুন দিনের সূচনা"। সকল উন্নয়নের পেছনে নারী পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের একক অংশগ্রহণে উন্নয়ন সম্ভব নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। দেশের সমৃদ্ধির জন্য নারী পুরুষের সমতার প্রয়োজন। গত দশ বছর কর্মক্ষেত্রে এবং নেতৃত্বে আগের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে কিন্তু পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে অনেকটা।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা দল

সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, মো. মতিউর রহমান, মো. জয়নাল আবেদিন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম, এম. এম. শার্দূল ইসলাম

সংবাদ সংযোগ: শীতল কৃষ্ণ দাস, রোকসানা বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম জুয়েল, সুশান্ত রায়, মোঃ সাইফুল্লাহ, মোঃ আনোয়ার হোসেন

যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বিসিআইসি ভবন (নতুন), ৫ম তলা, ১৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫১২৮২৩ ■ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram